অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ য় ভাগ } ৭ ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১২৭৭ ২০ জানুয়ারী ১৮৭১ খৃঃঅব্দ } ৪৭ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা
৭ ই মাঘ বৃহস্পতিবার

শুনিলাম উড্রো সাহেব আসে মাষ্টার হইবেন! উড্রো সাহেব কর্ত্তৃক দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছে, শিক্ষা বিভাগে তিনি পরিত্যাগ করিয়া গেলে একজন প্রকৃত বহুদর্শী ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী আমরা হারাইব। সম্ভবতঃ উড্রো সাহেবের স্থানে মার্টিন সাহেব আসিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে শিক্ষকগণ বহুতর ছাত্র পাস করাইতেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার পাইতেন। এবার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এ পুরস্কার দিবেন না। লর্ডমেওর নাকি ইহাতে অমত, তিনি বলেন যে তহবিলে টাকা নাই।

অন্য স্তম্ভে পাঠক চৈত্র মেলা, এখন মাঘ মেলা, সম্বন্ধে একটী বিজ্ঞাপন দেখিবেন। আমরা এ বিজ্ঞাপনটীর নিমিত্ত তিন স্তম্ভ পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে পাঠক বুঝিবেন যে এ বিষয়টীকে আমরা কত গুরুতর মনে করি। এমেলাটী শুধু কলিকাতা বাসী দিগের নিমিত্ত নহে, সমস্ত বাঙ্গলার জন্যে, আমরা ভরসা করি, দূরদেশ হইতে ও ভদ্র লোকে মেলা দেখিতে যাইবেন, যথা সাধ্য সাহায্য করিবেন। মেলার কর্ত্তৃ পক্ষীয় দিগকে আমরা আর বৎসর যাহা বলিয়াছিলাম এবৎসর সে অনুরোধ করি। তাঁহারা যেন মানসিক উন্নতিকে আনুসঙ্গিক করিয়া শারীরিক উন্নতিকে প্রধান সংকল্প করেন।

ইংরাজী কাগজ গুলি এদেশীয়দের কতক পরিমাণে প্রতিপালন করা উচিত তাহা হইলে সম্পাদকেরা একটু আমাদের শাসনের মধ্যে থাকেন। যে কাগজের অনেক এদেশীয় গ্রাহক আছে তাঁহার একটু ঠাণ্ডা হইয়া চলিতে হয়। ইংলিষম্যান পত্রিকা খানি হটন সাহেবের হাতে পড়িয়া যে রূপ হইয়াছিল এখন আবার খারাপ হইয়া গিয়াছে। ইনি এদেশীয় কোন সম্পাদকের নামোল্লেখ করেন না! কিন্তু হটন সাহেব ইংলিষম্যানের যে রূপ আকারে গঠন করেন তাহা ভাঙ্গিয়া ঠিক নূতন করিতে এক্ষণকার সম্পাদক পারিতেছেন না, বোধ হয় ক্রমে করিবেন।

হারসল সাহেব সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একজন এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন। হারসল সাহেবের কোন রূপ অখ্যাতি না হয় তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কারণ নীল হাঙ্গামের সময় তিনি আমাদের বিস্তর উপকার করিয়াছেন, আর তিনি অতি প্রধান বংশ সম্ভূত কিন্তু পত্র প্রেরকের নাম নাই। নাম দিয়া তিনি লিখিবেন, লিখিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ খানি সন্তোষের সহিত মুদ্রিত করিব। যে মহাশয়েরা পত্রিকায় প্রকাশ নিমিত্ত পত্র লিখেন তাহারা আমাদের নিকটও অনেকে নাম প্রকাশ করেন না সুতরাং অনেক সময় তাহাদের পত্র প্রকাশ করিতে পারি না।

ঢাকা প্রকাশে ঢাকাস্থ পত্র প্রেরক বলেন, "আজ কাল যেখানে যাই কেবল অমৃত বাজার পত্রিকার কথাই শুনি। সকলেই উহারে প্রশংসা করে। কেন? কেবল "বিবিধের" জন্য নাকি! "বিবিধ" ত উহার সকল শরীর ঘেরা। এইরূপ লেখা যদি এত আদৃত, তবে আসুন আমরা একবার আমাদের দেশী কাগজ খানা ভাল করার চেষ্টা করি। কেন আমরা কি দেশ হিতৈষী নহি?"

যশহরের উপর আর একটী অত্যাচার হইতে চলিল। যখন এখান হইতে টেলীগ্রাফ আফিসটী উঠিয়া যায় তখন আমরা যশহরস্থ তাবৎকে ইহার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করি, কিন্তু তাহা তাহারা করেন নাই। যখন রেলওয়ে কোম্পানী যশহরে একটী শাখা লাইন সংস্থাপনের ইচ্ছা করেন তখন মনরো সাহেব তাহাতে বাধা দেন তিনি বলেন এ লাইনে ভাল না হইয়া লোকসান হইবে কাজেই রেলওয়ে কোম্পানী ভয়ে পেচুয়ে গেলেন। চাকদা হইতে যশহরের ভৈরব নদ পর্য্যন্ত যে খাল খননের কথা হয় তাহা উইলকস সাহেবের তাচ্ছিল্যে হইল না, অনুসন্ধান করিতে তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। সম্প্রতি গোটা কএক টাকার নিমিত্ত ইনেস্পেক্টর জেনারল টুইডি সাহেব যশহরের প্রাতঃকালের ডাকটী উঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাকে নাকি সাহেবেরা বলিয়াছেন ইহাতে যশোহর লোকের ক্ষতি হইবে না। আবার ঐ সাহেব ডাকের গাড়িটী উঠাইয়া দিবেন সংকল্প করিয়াছেন ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উহা থাকিবে, তাহার পর পুন মুষিকো ভবেৎ। মনরো সাহেব তগ সাহেব ও দীন বন্ধু বাবুর যত্নে এ ডাকের গাড়ীটী হয় টুইডী সাহেব যাইবার পুর্ব্বে এই কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে চান। বার্টন সাহেব কি প্রতিবাদ করিবেন না, ইহাতে তাহার ও ত বিস্তর ক্ষতি? আমরা ভরসা করি যশহরস্থ তাবত ভদ্রে একত্রিত হইয়া বার্টন সাহেবের নিকট এই ডাক গাড়ীটী রাখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন আর ডাইরেকটর জেনারেলের নিকটে এই সময় এক খানি দরখাস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। টু ইডী সাহেব অদ্যাপি তাহার সম্মতি লইতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, যশোরের অন্যতম সিবিল কোর্ট আমিন বাবু গঙ্গাধর রায় হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কর্ম্মে ব[illegible] হইয়াছেন। গঙ্গাধর বাবু বাস্তবিক দোষী না তাহা আমরা জানিনা। তবে তা[illegible] বিরুদ্ধে যে কোন প্রমাণ নাই তাহা উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইয়াছে। আশ্চ[illegible] বিষয় যে তবুও তিনি অদ্য দেড় বৎসর প[illegible]ন্ত যাবদীয় কষ্ট পাইলেন। সিবিল কোর্ট [illegible] পাশ হইলে, জজের আমলা দিগের যে [illegible] সুখ হইবে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে [illegible] সেক্রেটারি উচ্চতর বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে ভা[illegible]তবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকিত মতের স[illegible] ঐক্য হয়েন নাই। এটী ভারি শুভ সংবা[দ] ঈশ্বর করেন ক্রমে আমাদের এই রূপ সংব[াদ] শুনিতে হয়।

খাজানা সম্বন্ধীয় মকর্দ্দামা আদালতা[illegible] হওয়াতে মোক্তার দিগের উপার্জ্জনের [বি]স্তর ক্ষতি হইয়াছে। অল্প বয়স্ক মোক্তা[র] দিগের এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরী[ক্ষা] দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। কিন্তু দ্বিতীয় [শ্রে]ণীর ওকালতি পরীক্ষা দিতে হইলে ছা[ত্র]বৃত্তি কি মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যক। নব্য মোক্তার দিগকে ছাত্রবৃ[ত্তি] পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত করিবার জন্য সব[র] ডিনেট জজ আদালতের নাজির বাবু সীতা[নাথ] নাথ গঙ্গোপাধ্যায় যশোরে একটী নাইট স্কুল স্থাপন করেন। যশোর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র ও পণ্ডিত বাবু রাম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাইট স্কুলের শিক্ষকতার ভার লন। স্কুলের খরচ পত্রের জন্য ছাত্র দিগের ও অনেকটা সাধারনের চাঁদার উপর নির্ভর করা হয়। কিন্তু এদেশে সচরাচর যেমন ঘটীয়া থাকে দুই এক মাস পরেই সাধারণের চাঁদা আদায় বন্ধ হইল। স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও কমিতে লাগিল। সীতানাথ বাবু ইহাই দেখিয়া অবসৃত হইলেন। কিন্তু জন কয়েক ছাত্র ও শিক্ষকেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন যে পরীক্ষা কাল পর্য্যন্ত স্কুল কোন ক্রমেই উঠান হইবেনা। শিক্ষকেরা কিছু পান না পান শিক্ষকতা কার্য্য করিতে সংকল্প করিলেন। বাস্তবিক আমরা দেখিয়াছি জগদ্বন্ধু বাবু ও রাম চন্দ্র বাবু বেতনের স্বরূপ অতি কিঞ্চিৎ পাইয়া বিশেষ রূপে পরিশ্রম করিয়াছেন॥ আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে গত পরীক্ষায় তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৩ জন ১ ম শ্রেণী ৬ জন ২য় শ্রেণী ৪ জন তৃতীয় শ্রেণী। পরীক্ষার এই সন্তোষ জনক ফল দেখিয়া আমরা ভরসা করি নাইট স্কুলের এবার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। যশোরের নাইট স্কুলের ন্যায় অন্যান্য জেলায় এই রূপ বিদ্যালয় সকল স্থাপন হইলে নব মোক্তার দিগের বিশেষ উপকার হইবে।

জুরির বিচার।

এডুকেশন গেজেট এই সম্বন্ধে দিব্য একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা সম্পাদকের মতের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। কৃষ্ণনগরের মনের ভাব কতক কতক আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। হুগলির মনের ভাব এডুকেশন গেজেট প্রকাশ করেন। জুরির বিচার সম্বন্ধে আমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছি, আর গত সপ্তাহে এডুকেশন গেজেটও ঢাকাপ্রকাশ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টিফিন সাহেব শুনিয়াছেন যে জুরি দ্বারা বিচার ভাল হইতেছে না: যখন ষ্টিফিন সাহেব এদেশে আইয়েন তখন আমরা শুনি যে তিনি এক জন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তি, মেইন সাহেবের তুল্য ব্যক্তি। কিন্তু তাহার বিচার ও তর্ক দেখিয়া তাহাকে করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ক্রমে যাইতেছে। এদেশীয়েরা মিথ্যাবাদী অতএব তাহারা জুরির আসনে উপবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে, ভাল দেশীয় তাবতে মিথ্যাবাদী হইলে সমাজ কি রূপে চলে? যে সমাজে সত্যাপেক্ষা মিথ্যার আদর বেশী এরূপ সমাজ দুদিন কালও টেকে না, সেখানে হয় সেই সমাজ বিশৃংখল হইয়া যায়, নতুবা লোকে স্বার্থের নিমিত্ত আপনি আপনি সত্যবাদী হয়। যদি এ দেশীয়েরা অধিকাংশ লোক মিথ্যাবাদী হয় তবে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য জাতি ইহাদের সহিত বাণিজ্য কি রূপে করিতেছেন? এ যে ইংরাজ শাসনে চলিতেছে তাহাও বলিবার যো নাই, কারণ অতি প্রাচীন কাল অবধি এদেশীয়েদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়েরা বাণিজ্য করিতেছে। যদি এদেশীয়েরা মিথ্যাবাদী হয় তবে সহস্র! সহস্র লোকে কি রূপে বিচারকের পদ পাইতেছে ও বিচারকের পদ পাইয়া সুখ্যাতি লইতেছে! যদি ইহারা উত্তম বিচারক হইতে পারেন, তবে না ভাল জুরি হইবার আরো সম্ভাবনা? এক জন লোকে অনায়াশে মিথ্যা বলিতে পারে। ৭ জন লোকে অনায়াসে সত্য বলিতে এক জুট হইতে পারে, কিন্তু ৭ জন লোকের একত্রে মিথ্যা বলা, তাহা যদি সেই ৭ জনেই মিথ্যাবাদী হয়, অসম্ভব। ষ্টিফিন সাহেবের তর্ক গ্রাহ্য করিতে হইলে জুরির বিচার উঠাইবার পুর্ব্বে দেশীয় বিচারক দিগের পদ উঠাইতে হয়। আর ষ্টিফিন সাহেবের তর্কের ভিত্তি ভুমি এই যে এ দেশীয় লোকে প্রায় তাবতে মিথ্যাবাদী। কিন্তু ষ্টিফেন সাহেব ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই, সে অনুগ্রহ করিয়া নয়, ইহার প্রমাণ দিবার যো নাই। তাহারা বড় লোক তাহাদের কথা ও আমাদের কথা অনেক ভিন্ন, তবে আমরা এই মাত্র বলি তিনি যে রূপ এ দেশীয় দিগকে মিথ্যাবাদী বলেন এদেশীয়েরা অনেকে আবার ইংরাজ দিগকে আমাদিগের অপেক্ষাও মিথ্যাবাদী বলে।

ষ্টিফিন সাহেবের এই বক্তৃতা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক ব্যক্তি জুরির বিচারের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য ইহারা সকলে ইংরাজ, কারণ এ দেশীয়েরা তাবতে জুরির বিচারের সপক্ষ লোক। কেহ বলেন যে জুরিরা ব্রাহ্মণ অপরাধীকে দণ্ড করেনা। হুগলি কৃষ্ণ নগরে ও ২৪ পরগণায় যদি এরূপ মুর্খ জুরি বসে তবে যাহারা জুরি বাছেন তাহার দিগেরেই দোষ। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক তর্ক করিবার প্রয়োজন করেনা, এটী মিথ্যা কথা এই পর্য্যন্ত। কোন নীল করে বলেন যে তাহাদের মকর্দ্দামা উপস্থিত হইলে জুরিগণ অবিচার করে। হইতে পারে। কিন্তু এপর্য্যন্ত যে, ইংরাজ হাকিমেরা প্রজার প্রতি অন্যায় করিয়া তাহাদের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন তাহা নীল কমিশনেরা ও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জুরিরা অন্যায় করে ইহা নীলকরেরা বলেন আর ইংরাজ হাকিমেরা অন্যায় করেন ইহা গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে আগেরটা অপেক্ষা শেষেরটা সত্য হইবার অধিক সম্ভব। অতএব তাহাদের মকর্দ্দমা জুরি দিগের হাতে দেওয়া অপেক্ষা ইংরাজ হাকিম দিগের হাতে দিলে অধিক অন্যায় হইবার সম্ভব। আর এক জন বলেন জুরিগণ অনেক আসামী ছাড়িয়া দেয়, ও ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কয়েকটী উদাহরণ দিয়াছেন, যাহা তাহার মতে অন্যায় হইয়াছেন। ৭ জন ভদ্র লোক বিচারসনে বসিয়া সপথ করিয়া মকর্দ্দমার আদ্যোপান্ত শুনিয়া যাহা বিচার করিলেন তাহা একজন অজ্ঞাত লোকে যিনি সংবাদ পত্রে তাহার নাম দিতে সাহস করেন নাই অন্যায় বলিলে তাহা ভদ্র লোকে গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ভাল, যদি জুরিতে আসামীকে ছাড়িয়া দেয় তবে সে কাহার ক্ষতি? সমাজের না ষ্টিফেন এবং বকলাণ্ড সাহেবের? অপরাধীকে দণ্ড করার উদ্দেশ্য কি? সে আর অপরাধ না করে কি অন্য লোকে আর সে অপরাধ না করে। যদি দোষী লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে বড় হয় সেই দোষের প্রাদুভাব হয়। কিন্তু তাহাতে ষ্টিফেন সাহেবের ভয় কি? একটি খুনে বাচিয়া যায় ও আবার খুন করে তবে সে ষ্টিভেন সাহেবকে খুন না করিয়া এক জন বাঙ্গালিকেই খুন করিবে। যদি জুরিগণ একটি চোরকে ছাড়িয়া দেয় তবে সে আবার বাঙ্গালির ঘরে চুরি করিবে, তাহাতে ষ্টিফেন সাহেবের ভয় কি? সেই বাঙ্গালিরা যদি এই জুরির বিচারে সন্তুষ্ট থাকে তবে তাহাতে অন্য লোকের কথা বলা কেবল অনধিকার চর্চা।

ঝোড়ো কোণে মেঘ করে, একটি কাল বিন্দু দেখা যায়। তখন যে একটু পরে ঐমেঘ বিস্তৃত হইয়া মহা অনিষ্ট করিবে তাহা লোকে জানিতে পারে না। সেই রূপ ষ্টিফিন সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মহা ভয় হইয়াছে।

উকিল ও মুক্তিয়ার দিগের আইনের পাণ্ডুলিপী।

বালকের হাতে অস্ত্র দিতে নাই, দিলে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। অবশ্য তাহারা মানুষ খুন করে না, কিন্তু তাহাদের তখন রোক খারাপ হয়। গাছ, ঘর দরোয়াজ, মাটি যাহা তাহাদের সম্মুখে পড়ে, হাতে অস্ত্র থাকিলে বালকে তাহাতে একটী আঘাত না করিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। অতএব বালকের হাতে অস্ত্র দিতে নাই। হাতে অস্ত্র দেওয়া না খানিক ক্ষমতা দেওয়া আর হাতে একটু ক্ষমতা আইলেই লোকের তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। বিজ্ঞ মানুষে এই রূপে প্রকাশ করে যে লোকে টের পায় না বালকের তা লোকে টের পায়। এই জন্যে বালকের হাতে অস্ত্র দিতে নাই। ষ্টিফিন সাহেব বালক আমরা তাহা বলি না কারণ তাহার বয়স ঢের বেশী হইয়াছে, তিনি কাযের লোকও বটেন কিন্তু তাহার কায দেখিলে একটা বোধ হয়। ইংলণ্ডে বোধ করি তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না। ক্ষমতা প্রচারের সুখ বোধ করি তিনি কখন ভোগ করেন নাই। এই প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়া করিলেন, নতুবা ক্ষমতা প্রচারের নিমিত্ত এত লোলুপ কেন? তিনি যে হাতে অস্ত্র লইয়া একস্লাজি সম্মুখে যাহা পাইতেছেন ছেদন করিতেছেন। পাছে আঘাত তাহার নিজের পায়ে লাগে এ ভয় কি তাহার করে না? বিদ্রোহ সুচক বাক্যের আইন প্রচলিত করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টকে দোষী প্রমাণ করিলেন, ও সরল লোক দিগকে ধূর্ত্ততামি শিখাইলেন। আবার প্রস্তাব করিতেছেন যে আপীল আদালত উঠাইয়া দিবেন দিয়া মাজিষ্ট্রেট দিগকে সম্পূর্ণ ভার দিবেন। ইহাও শুদ্ধ নয় জুরির বিচার উঠাইয়া দিবেন। সদাশয় ও মাহাশয় রাজ পুরুষ গণ যে সমুদায় ফল বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়া গিয়াছেন ষ্টিফেন সাহেব তাহার কতকটী ছেদন করিলেন আর কয়েকটীর উপর আঘাত করিবার নিমিত্ত অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন। সম্প্রতি উকিল ও মুক্তিয়ার সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহার পরিবর্ত্তনে সংকল্প কয়িয়াছেন। অদ্য সেই বিষয় বিচার্য্য।

এই আইনটীর উদ্দেশ্য যে উকিল ও মুক্তিয়ারে মক্কেলের নিকট হইতে বেশী টাকা না লইতে পারে। এক্ষণে উকিল ও মুক্তিয়ার গণ যে মক্কেলের যে রূপ সর্ব্বনাশ করিয়া লইতেছে, ইহাতে ব্যবস্থাপক মন্ত্রি মহাশয়ের কোমল হৃদয় ব্যথিত হওয়ায় তিনি এই আইনটী করিতেছেন। উকিল ও মুক্তিয়ার গণ পরিশ্রম করিয়া যে টাকা লয়েন গবর্ণমেণ্ট খরচা বাবদে দরিদ্র প্রজা গণের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা লয়েন ও লইয়া লাভ করেন, কিন্তু বোধ হয় ষ্টিফেন সাহেবের কোমল হৃদয়ের এক দিকে কোমল আর এক দিকে শক্ত। যদি প্রজা দিগকে রক্ষা করা এই আইনটীর উদ্দেশ্য হয় তবে উদ্দেশ্য মহৎ বলিতে হইবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কি শুদ্ধ এই; না আর কিছু আছে। ক্রমে দেখা যাইতেছে। ষ্টিফেন সাহেব বলেন যে উকিল মুক্তিয়ারে প্রজার নিকট সর্ব্বনাশ করিয়া লয়, অতএব উকিল ও মুক্তিয়ারের কি ন্যায্য প্রাপ্য তাহা উপযুক্ত বিচারকে সাব্যস্ত করিয়া দিবেন, তাহার অধিক লইতে পারিবেন না। অর্থাৎ অন্যান্য ব্যবসায়ে ক্রেতা বিক্রেতা যেরূপ স্বাধীন এখানে তাহা হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। যদি এই কর্ম্মচারী দেখেন যে অন্যায় হইয়াছে তবে আদালতকে জানাইবেন ও আদালত বিবেচনা মত হুকুম দিবেন। এই রূপ আইনে প্রজা দিগের উপকার হউক না হউক, একটী উদ্দেশ্য সাধন হইবে॥ জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট উকিল ও মুক্তিয়ার দিগের প্রতি সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি হাকিমের অধিক পেয়ারা হইবে, তাহারি কিছু অধিক লাভের সম্ভাবনা, সুতরাং আবার আদালতের অবস্থা এক শত বর্ষ পাছুইয়া যাইবে। সিবিল কোর্ট বিলের উদ্দেশ্য ও জজ দিগেকে সর্ব্ব ময় কর্ত্তা করা, এ বিল পাশ হইলেও তাহাই হইবে সুতরাং ষ্টিফেন সাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা কে জানে। যাহা হউক উদ্দেশ্য না খুজিয়া এই আইনটী পাস করিলে কি ফল ফলিবে তাহাই এখন অনুসন্ধান করা যাউক।

প্রথমতঃ এ আইন কেহ পালন করিবে না। এ আইন পালন করা অসম্ভব, বাধ্য করিয়া এ আইন পালন করানও অসম্ভব। ব্যবস্থাপক যত আইন করুন যে উকিল ও মুক্তিয়ারের যে মূল্য তাহা থাকিয়া যাইবে। আইন করিয়া ধান্যের দামও বাড়ান যায়না, উকিলের ফি ও কমান যায় না প্রথম প্রথম এইরূপ দুই একটী মকদ্দামা হইতে পারে, কিন্তু পরে মক্কেল উকিল উভয়ে দেখিবেন যে গোপনে বন্দবস্তে উভয়ের লাভ। ভাল, যদি আদালতের ফি সাব্যস্ত করিয়া দিতে হয়, তবে তাহারা কি নিশানে উহা করিবেন। ষ্টিফেন সাহেব এক্ষণকার ন্যায় কোন ফি সাব্যস্ত রাখিতে চান না, শুদ্ধ জজ দিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, সেখানে বিচারক যে পুর্ব্বাপেক্ষা বেশী না দিয়া কম দিবেন তাহার প্রমাণ কি। কম দিবার যে রূপ সম্ভব, স্থানে স্থানে ত অধিক দেওয়ায় অধিক সম্ভব। উকিল, মুক্তিয়ার ভাল মন্দ আছে, সকলের মুল্য সমান নয় সেখানে জজ তাহার পরিমাণ কি রূপে করিবেন। আবার জেলায় জেলায় ইহা লইয়া গোল বাধিবে কোন জজ অধিক দিবেন কেহ কম দিবেন, যে জজ যাহা দিবেন, তাহার স্থানে আবার আর এক জন আসিয়া আবার নূতন প্রথা প্রচলিত করিবেন। ষ্টিফেন সাহেব কোন ক্রমে ফি সাব্যস্ত করিয়া দিতে চাহেন না, ইহাতে না আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই বোধ হয়। উকিল মুক্তিয়ার, গণকে হাকিম দিগের অনুগত ভৃত্য করিয়া রাখা ও তাহার একটী মনস্থ।

আইনটী কি রূপ সুসঙ্গত! মুক্তিয়ার ও উকিলে মক্কেলের সহিত বন্দবস্ত করুক, স্বেচ্ছা পুর্ব্বক যে বন্দবস্ত তাহাই করুক তাহাতে কোন কথা নাই, কিন্তু মকদ্দমা হইয়া গেলে মক্কেল নালিশ করিবে যে সে যাহা তাহার উকিলকে স্বেচ্ছা পুর্ব্বক দিতে চাহিয়াছে সে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে ও তখন হাকিম বলিবেন তুমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার নিজের এত টাকা দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছ অতএব উকিলের কর্ত্তব্য যে এত টাকা ফেরত দেন। এটী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। ইহাতে মক্কেল দিগকে জূয়াচুরি করিতে শুদ্ধ অনুমতি দেওয়া হয় তাহা নয় প্রলোভনও দেখান হয়। অদ্য এই পর্য্যন্ত আমাদের অনেক কথা বলিতে বাঁকি রহিল।

We have to acknowledge with thanks the receipt of the INDIAN POST. It is a trem en-dous undertaking an d deserves the patronage of the whole Native community. As a Daily, and a cheap daily, the cheapest in India perhaps in the world, its success will throw a lustre on the whole native Press. Though sold for a pice the Paper is evidently conducted by able men, and is thickly crowded with matters.

WHY WE SUPPORT THE ZEMINDERS — This has been asked to us by numerous correspondents, and several esteemed friends have pressed us for a reply. Certainly, we are not paid by them, neither have we received any gratuity subsidy or assistance in any shape from that body, no, not even from that noble and philanthropic Lady Ranee Sharnamoyee who has scattered her money broadcast all over the land Personally we have very little to thank them, but we won't trouble our readers with personal matters. It is known and universally admitted that as a class they do not deserve well of their country men, the greater number of them being unenterprising, idle, weak and ignorant, oppressive and selfish. We know too that they squander away annually vast sums of money after frivolous and mischieveous pursuits which morally belongs to the Ryots, and that the ruin of some of them would liberate millions of Ryots from a semi-bondage. We know all this and we respect and love the Ryots more then we can do the Zeminders; yet we must support them. It is a cruel necessity and though cruel still it is a necessity. We shall express our views on this subject candidly, especially as we are addressing our own countrymen. We, who take credit of being candid and out-spoken to a foreign Government however enlightened, have no reason to be uncandid with our own countrymen. We shall how ever try to avoid those stale arguments so often brought in support of the Zeminders, we shall simply state the reasons which convinced us that a body of aristocracy is absolutely necessary for the welfare of such a country as India. Our English Rulers on the whole however good and enlightened, can not help being unjust to India. As many honest Indigo Planters were forced to commit oppressions on account of a bad system, our Rulers to retain their supremacy in India, must do things which are not strictly just. Whether it is proper to retain India at such a sacrifice is a foreign question, and we need not dwell upon it here. Admit that India is to be retained by the English, and you plainly see the necessity of a large military establishment, a costly civil service and the necessity of expending a large sum annually which a Native ruler might have left to the people with advantage All the High posts are thus monopolized by Europeans. Then look to the trade of the country. British Capitalists, by their zeal, machinery and enterprize, and supported by the Government, have destroyed all indigenous manufactures, and our merchants have been reduced to the condition of Agricul-

petty dealers and growers of raw produce We have been excluded from the service and trade of the country and the only thing which we can call our own is the land. If once taken from the Zemindars, it will be never returned to us, and it is for this that so many attempts have been made of late to undermine the Permanent settlement. It is we hope no treason to say that we love our countrymen better than we love the Europeans, and we shall like to see them, bad as they are, enjoy the fruits of the Ryot's labors than the Europeans, especially as the former spend their money here which benefits the country, and the latter carries theirs to England. Knowledge is power but Money is Omnipotent, and we like to see some portion of money or in other words power in the hands of our countrymen. Madras is said to be benighted, because it is poor, because there are no rich men to fight with the difficulties which a subjugated country is never free from. All political agitations to be of use must be supported by money, and if we ever do any thing, we must do it with the money of the Zeminders. Ryots enriched at the expense of the Zeminders must always be a desirable sight, as Europeans enriched at the expense of both the zeminders and Ryots must always be undesirable, and we have no guarantee, that Government intended to destroy the settlement for the benefit of the Ryots, on the contrary we have every reason to fear that the revenues thus increased from land thall be squandered away not for our benefit but for the benefit of the favoured race. Happily or rather unhappily Government has only last week supplied us with a document which unmistakeably expresses its real intentions. A particular sum has been allotted to Bengal and Government shall never give more but keep the rest for its own use. Any increase then in the Revenue goes to the coffer of the Imperial Government to be spent for no benefit of ours, but for some such affairs as the China war or the Persian embassy. Let the people have first some control over the Finances of the country and then we shall oppose with all our heart and soul a settlement which we are at present constrained to suppor'. It is for some such reason that we support the British India Association. Not agreeing with all its views we shall yet consider the collapse of such an Association as a national calamity. It is the only Native political association and in spite of its objectionable tendencies deserves the support of all Natives. If it has short comings we will have not to go to the duke of Argyll for a remedy, it is in our power to mould it to any shape we choose. Before we try to do that we must be in a position to do that, we must be strong ourselves- it is useless to talk and sleep, to make ourselves heard we must work. It is for this that we appealed to our countrymen, to establish district meetings all over the country and to introduce a considerable body of representativs from the districts in the Central committee. This done the Zemindars will be a minority, and the Association by a simple natural process shall be popularized. This is our apology, we hope it will satisfy our well meaning and patriotic friends and if it does not, we shall still crave their indulgence for our honest convictions.

The Financial Resolution——The India Government has made an excellent choice of the Departments it has made over to the Local Governments. Jails were never intended to be paying, and they can never be made so, without increasing the rate of mortality fearfully. The Jails of Bengal are in spite of the endeavours of Dr. Muat in a wretched state now after this Resolution of Government, it will be impossible for the Local Governments to attempt any improvement in that direction. To expect any assistance from the Education Department is not possible, it is the Printing Department which may yield a lac or two quite inadequate for the purpose. The Police like a vicious and over-grown fungus is drawing the life-blood of a peaceful country, and the only Department in which retrenchment is possible and desirable but we fear it is a greater favourite to Government than even Education.

The total nett assignment, for the above Departments was Rs 1,256,1830 for Bengal, but she receaies only Rs 1,168,5920, and this difficiency is to be made up by economy or taxation. Bengal then is to begin with a Deficit of 9 lacs. But this is not all. The expenses of the Education Department have just doubled within 10 years, and in general the expenses of the Empire have increased 30 per. cent during the same period. Taking this to be the average rate of increase, the Government of Bengal 10 years hence will have to grapple with a deficit of 46 lacs. How is this sum to be raised in a country where the revenue of land is permanently settled? But it is useless to dwell on the subject now. One thing is certain, the mist which encircled the Finances of the country will disappear and the people will have ample opportunities of understanding their true financial position. This will increase the power of the Press and bring the Governed and Governor together.

We shall only recommend the Anglo- Indian community to stand true to their salt, as it will be advantageous to both the parties. A division amongst them and the Natives, it it does not end in their altimate defeat will not surely better their condition and we trust both the parties will see that a unity amongst them is absolutely necessary to induce the Imperial Government to make other concessions. There are other Departments of as local interest, more profitable certainly as those that have been already made over to the local Government. We have hopes of success if the governor, the people white and black unite to wrest those from the grasp of the Imperial Government.

শিক্ষক দিগের অবস্থা মন্দ কি ?

বালকদের বিবেচনায় গুরু মহাশয় অপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ আর কেহ নাই কিন্তু সাধারণের বিবেচনায় এ হত ভাগা অপেক্ষা অবজ্ঞাস্পদ আর কেহ হইতে পারে না। শত বায়স মরিলে এক গুরু মহাশয় সৃষ্ট হয়, এই কৌতুক জনক বাক্য এদেশে প্রচলিত থাকায় স্পষ্ট বুঝা যইতেছে যে, লোকের শ্রদ্ধারাজ্যে গুরু মহাশয় কোথায় স্থান প্রাপ্ত হন ! কিন্তু এ মত যে অপরিপক্ক নয়, ইহার একটী প্রমাণ এই যে, দুরদর্শী ইংরাজেরা শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি হত শ্রদ্ধা হইয়া কার্য্যের দ্বারা ইহার পোষকতা করিতেছেন। যদি শিক্ষক সম্প্রদায়ের অস্থি চুর্ণক পরিশ্রম, ও চির রোগীত্বের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে কে না জানিতে পারে যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়

মহোদয়েরা শিক্ষক দিগকে প্রকৃত রূপে ব্রাহ্মণের গাভি, করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি শিক্ষক না হইয়া অন্য কোন কার্য্য করিলে দশ বৎসরের মধ্যে ৪। ৫ শত টাকা বেতন পাইতে পারিতেন, তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া চিরকাল এক শত কিম্বা দেড় শত টাকা বেতনে পড়িয়া থাকেন, লাভের মধ্যে মস্তিষ্ক কিকাশ রোগে এক কালীন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। যাহা হউক কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশীয় গণের উপরের লিখিত মতকে যুক্তি সংগত স্বীকার করিয়া তাহা দিগকে বিশেষ মান্য করিতেছেন। ইংরাজেরা যাহা করেন তাহা যুক্তি সঙ্গত, এবিষয়ে কে সন্দেহ করিবে এবং যাহা বাঙ্গালি দিগের মতে যুক্তিযুক্ত তাহা ইংরাজেরা ভাল বলিলে উহা দশ গুণ বিবেচনা সিদ্ধ হয় এবং তাহা হইলে এদেশীয় গণের গৌরব শত গুণে বৃদ্ধি হয়! বঙ্গবাসী গণ। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়ের যে শিক্ষক গণ সম্বন্ধে তোমাদের মতের পোষকতা করিয়া তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর।

শিক্ষক দিগের অবস্থা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাঁহারা কি আপনাদিগের দুরবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন এবং বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের ন্যায়ানুগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন? প্রতি সুশিক্ষিত ও তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি জানেন যে; যে অবস্থায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সম্পাদন না হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই অবস্থাই পরম প্রার্থনীয়। শিক্ষক দিগের অবস্থা এই রূপ। সে অবস্থায় কি লাভ হয় একবার স্থির চিত্তে দেখা আবশ্যক। সচ্ছন্দ অবস্থায় সন্তোষ অপেক্ষা দুরাবস্থায় সন্তোষ শিক্ষা করিতে আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করা হয়। এই রূপ মহত্ত্ব শিক্ষক ব্যতীত কাহার ভাগ্যে সম্ভাবিত হইতে পারে? সহিষ্ণুতা কি সাধারণ গুণ ইহা শিক্ষক দিগের অবস্থা ব্যতীত আর কোথায় প্রকৃত রূপে অভ্যাস করা যায়? মিতব্যয়িতা কেমন সুন্দর গুণ! ইহা শিক্ষক হইলে না শিখিয়া থাকিতে পারা যায় না। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে যে; সুখ দুঃখ সমভাবে দেখা মুক্তির প্রধান উপায় ইউরোপের এক প্রান্তে এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন "ক্লেশ অমঙ্গল নহে,,। এ সকল মহৎ সত্য শিক্ষকেরাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বনে গিয়া শরীরকে ক্লিষ্ট করিতে অভ্যাস করেন, ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগকে সেই ফল লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষক দিগের কর্ত্তব্য যে দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া এ সকল দর্শন করুণ। উপরোক্ত কারণ গুলি অপেক্ষা শিক্ষক দিগের অবস্থা স্পৃহনীয় হইবার একটী মহত্তর কারণ আছে। আমাদের দেশের লোকে বলে "আশা পরম সুখ,, এবং মহাত্মা পাসকেল বলেন যে "বর্ত্তমান ভোগে সুখ নাই কিন্তু ভোগানুসন্ধানেই প্রকৃত সুখ।,, এ সকল কথা অমূল্য রত্ন। শিক্ষক দিগের মত তাহাদের আশা চিরজীবি হইয়া রহিয়াছে। তাহারা বেতন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গ্রেড হইবার কত সম্ভাবনা! বিলাতীয় অধ্যাপকেরা গ্রেড ভুক্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে দুই চারি জন বাঙ্গালীও পড়িয়াছেন। আবার দেখ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শিক্ষক দিগের দুঃখে দুঃখী হইয়া কত সময় বলিয়া থাকেন সত্য, বাঙ্গালি শিক্ষকেরা অল্প বেতন পায়, কেবল তাহাদের চখের জল পড়িতে বাঁকি থাকে। এই সকল কারণেতে শিক্ষকেরা অমূল্য আশা ধনে ধনি হইয়াছেন। এবং তজ্জনিত অপরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন। শিক্ষক দিগের অবস্থা খনিস্থ হিরকের ন্যায়, দেখিতে কদর্য্য বটে কিন্তু তাহার অন্তরে সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে। শিক্ষকেরা সেই অবস্থায় আছেন, যে অবস্থা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়, ঐহিক কামনা সকল বিদুরিত হয়, যে অবস্থায় "শরীর ব্যাধি মন্দির,, এ সত্য যথার্থ রূপে বুঝা যায়, যে অবস্থায় দুরবস্থা থাকে না এবং সহিষ্ণুতা ও মিত ব্যয়িতা সুন্দর রূপে শিক্ষা করা যায়; আহা, যে অবস্থা সর্ব্ব পূজ্য বার্দ্ধক্য শীঘ্র লাভ করা যায়, এবং (বলিতে আনন্দের সীমা থাকেনা।) সর্ব্ব তাপ হন্তারক মৃত্যুর পথ পরিস্কৃত হয়, শিক্ষকেরা সেই অবস্থায় রহিয়াছেন, যে অবস্থায় (সমুদয় পৃথিবী দর্শন কর) আশা পরিপুর্ণও হয় না, ম্রিয়মানও হয় না। হে শিক্ষক গণ যাহারা তোমার দিগকে এই স্পৃহনীয় অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহা দিগকে রাত্রি দিন সর্ব্ব স্থানে ধন্য বাদ প্রদান কর। যদিও কথায় কথায় থক থক করিয়া কাশিতে হয়, যদিও প্রতি চিন্তায় মস্তিস্ক চিড় চিড় করিয়া উঠিল বলিয়া রগ টিপিতে হয়, যদিও অল্প আয়ের জন্য সকলে তোমাদিগকে ঘৃণা করে ও সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, যে তোমাদের অবস্থা পরম বাঞ্ছনীয়। হে সংবাদ পত্রের লেখক গণ! তোমরা শিক্ষক দিগের অবস্থা কেন এত শোচনীয় মনে কর! সুযুক্তি বলিতেছি শীঘ্র তোমাদের ভ্রম সংশোধন কর, এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে এক তান হইয়া ধন্যবাদ প্রদান কর।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু শ্যামমোহন গোস্বামি, শান্তিপুর, ৭৭ সালের পৌষ ৩

বাবু আনন্দময় মৈত্র ঐ ঐ ৩

বাবু গোপেশ্বর, পাল চৌধুরি, রাণাঘাট ১০

বাবু বামাচরণ প্রামানিক, হিজলি, ৮

বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র বৈটকখানা ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু কৈলাস চন্দ্র বসু কলিকাতা ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র কলিকাতা ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু উমাচরণ মিত্র যশোহর ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৩

বাবু বিধূভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৩

সংবাদ।

—মান্দ্রাজ হইতে নেটিব পাবলিক ওপিনিয়ন নামক এক খানা ইংরেজি কাগজ বাহির হইয়াছে॥ কতিপয় সুশিক্ষিত লোকে এই পত্রিকা খানি চালাইতেছেন॥

—আমরা সন্তুষ্ট হইলাম যে জাষ্টিশ পার এবং জাষ্টিশ অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন॥

—সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন, এগজিকিউটিব ইনজিনিয়ার ডেভিস সাহেবের গত ৪ টা জানুয়ারি ব্যাঘ্র কামড়ে মৃত্যু হইয়াছে॥

—কতক কাল এই রূপ একটী জনরব থাকে যে ওরেষ্টিন্দ্বা এবং ক্রীকের পর্ব্বতে গরিলার ন্যায় এক প্রকার বন মানুষ দেখা যায়॥ সম্প্রতি আণ্টিগুয়া লেজারের সম্বাদ দাতা ঐ জন্তুর নিম্ন লিখিত বর্ণনা করিয়াছেন॥ তিনি বলেন "মনুষ্যের আকৃতি বটে কিন্তু মনুষ্য নয়॥ এই জীব পাঁচ ফিট লম্বা॥ ইহার বাহু অতিশয় দীর্ঘ স্কন্ধ দেশ অপরিমিত প্রশস্ত ও চৌরস॥ পদদ্বয় ছোট, ধড়টী লম্বা॥ মস্তকটী ক্ষুদ্র এবং এই রূপ ভাবে স্থাপিত যেন বোধ হয় গলা নাই মস্তকটী স্কন্ধের উপরই রহিয়াছে॥ মস্তক শরীর কৃষ্ণধুসর বর্ণ লোমে আবৃত॥ মস্তকের রোম চক্ষু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে॥ আমি তাহার একটার দিকে দৃষ্টি পাত করিলে সেটী মস্তক ফিরাইল এবং শিশ দিতে আরম্ভ করিল॥ পরে নিচ হইয়া আমার নিকটস্থ অগ্নি হইতে এক খানা যষ্টি ধরিল॥ যত ক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নি না নির্ব্বাণ হইল তত ক্ষণ সে আগুনের চারি পাশে ঘুরিয়া দুলিতে লাগিল॥ এই রূপে আগুন লইয়া ক্ষণ কাল আমোদ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল॥ কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতেই আবার ফিরিয়া আসিয়া একটী স্ত্রী জীবের সহিত প্রস্থান করিল॥

—মে কণ্ডকটার কন্যা মিসডানেলী অযুধ্যার মুসলমান রাজার সহতায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন॥

পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের আবার বিষম বিপদ॥ মুরশিদাবাদে যে নূতন রাজ বাটী নির্ম্মিত হয় তাহা নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে॥ লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এগজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারভাইসরের নিকট কৈফিয়ৎ চহিয়াছেন॥

—মরনিং পোষ্ট বলেন, ডিউক অব সাদালাণ্ড এক দল ইংরেজ সহ সুয়েজ খাল ক্রয় করিবার জন্য বন্দবস্ত করিতেছেন॥ মোঃ লিসেপ পারিসে আবদ্ধ থাকায় এ বন্দ বস্তটি হইতেছে না॥

—সিলন অবজারবার শ্রবণ করিয়াছেন যে জাবা দ্বীপে একটী বিবাদ হইয়াছিল ॥ ওয়াং কং বান্দ জারকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই মাইট জন দাজর এবং চারি জন উপরোপীয় হত ও দুজন কর্ম্মচারি আহত হইয়াছে ॥

—সর হেনরি ডুবাণ্ডের মৃত্যুতে, তাঁহার স্থানে মেঃ ডেভিস নিযুক্ত হইয়াছেন ॥

—জব্বলপূর ক্রনিকল বলেন, পূরাল কৌটা জাতীয় একটী স্ত্রীলোকের ২০ শে একটী সন্তান এবং ২৩ শে তারিখে আর একটী সন্তান হয় ॥ প্রসুতি এবং সন্ততি উভয়েই ভাল আছে ॥

—পূনাহাই স্কুলের তৃতীয় সহকারী শিক্ষক মেঃ নানা মুকারাম ঘাটে যুব রাজ সিন্ধিয়ার শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ॥

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অবগত হইয়াছেন যে, আমাদের ভাবি লেফটেনেন্ট গবর্নর ২০ ই ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতায় আসিবেন ॥

—দিল্লি গেজেট বলেন, ডাক্তার কার্নেল কৃত আবিষ্কৃত এক প্রকার নূতন অস্ত্রের দ্বারা এক জন ইউরোপীয়ের যকৃত অস্ত্র করা হইয়াছে ॥ এ অস্ত্রের দ্বারা এক্ষণে ছয় সাতবার কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে ॥

—মফস্বলাইট বলেন যে, ইনকম টাকস উঠিয়া দেওয়া উচিত, কারণ ট্রেজারিতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে ॥

—রাজ কোটের নূতন স্থাপিত রাজ কুমার কালেজে মেঃ মরেসুল আত্মারাম বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রোফেসর হইয়াছেন ॥ প্রাকৃতি বিজ্ঞানে তাঁহার উত্তম ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি ইংলণ্ডে একটি মেডাল পাইয়াছিলেন ॥

—সোম প্রকাশ বলেন, যে বারাসতের অন্তর্গত নাকসা ও রঙ্গপুরের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি দিগকে ফৌজদারিতে দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারি গণ অভিযোগ করিয়াছেন, ইহারা গবর্নমেন্টে যে হিসাব প্রদান করিতেন, তদপেক্ষা কম ব্যয় হইত। ইহার বিচার হইতেছে।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, সরজন লরেন্সের সময়ে বারিক ভিন্ন আর এক প্রকার অন্যায় ব্যয় হইতে আরম্ভ হয়। স্থানে২ আতু নিবাস করিয়া সৈন্য দিগকে সুখে রাখা উক্ত অনুপযুক্ত শাসন কর্ত্তার এক রোগ ছিল ॥ এ নিমিত্ত অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে ॥ বোম্বাইয়ের অন্তর্গত চল্লিশ গ্রামে একটী সৈনিক কারাগার স্থাপিত হয় ॥ ইহার নিমিত্ত প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভারতবর্ষিয় গবর্ণমেণ্ট এটী এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছেন।

—উক্ত পত্রিকা বলেন এক জন ইউরোপীয় সম্প্রতি বারাসতের প্রধান মুন্সেফের নিকটে এক মকদ্দমায় পরাজিত হয় ॥ ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া মুন্সেফকে নির্ব্বোধ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়াছে। আদালতকে অবজ্ঞা করাতে এ ব্যক্তির যথোচিত দণ্ড হওয়া উচিত ॥

—প্রয়াগ-দূত বলেন মান্দ্রাজ নগরে একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, জয়পুরের মাহারাজ ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্যে এক লক্ষ টাক প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥

—অবলা বান্ধব বলেন, আনাই গ্রামে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া এক স্ত্রীলোকের একটী ছাগী ধরে রমণী বাঘের মুখ হইতে ছাগী কাড়িয়া লয় ॥ পরে স্থানীয় কোন লোক কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র হত হয় ॥ কলিকাতার নিকটস্থ সাতপুকুর উদ্যানে একটী ব্যাঘ্র আসাতে দুইটী কুকুর তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে ॥ জল বায়ুর গুণে বাঙ্গালার শার্দ্দূল বংশও কি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে ॥

—গ্রাণ্ড ডিউক অব মেকলেন বার্গ লিমান্সের উত্তরে সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়াছেন ॥ প্রায় সহস্র লোক কারারুদ্ধ হইয়াছে ॥ তিনি ১২ ই জানুয়ারি লিমান্সে গিয়াছেন ॥ তিনি এবং প্রিন্স ফ্রেডেরিক চার্লস ১৩ ই সৈন্যাধ্যক্ষ চানজির সমুদয় সৈন্য দিগকে পরাজয় করিয়াছেন ॥ জর্ম্মনীরা লিমান্স দখল করিয়া অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন দ্বারা পাইয়াছে ॥ তাহারা ফরাশী দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে ॥ ফ্যান্সে গোলা বৃষ্টি ভয়ানক রূপে আরাম্ভ হইয়াছে ॥ দশই ফ্যান্সের মধ্য ভাগে দুই সহস্র গোলা বর্ষণ হইয়াছে। ফরাশীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া রক্ষা করিতেছে ॥ সৈন্যাধ্যক্ষ চানজি বলেন এগারই লিমান্সে একটী যুদ্ধ করিয়া ছিলেন ॥ ফরাশীরা বলেন রুগমণ্টের যুদ্ধে শত্রুগণ ভিলার সেকসেল হইতে সম্পূর্ণ দূরীকৃত হইয়াছে ॥

—মোরাদাবাদে এক ব্যক্তি এক জন মীর মহল্লাকে দৈব প্রসাদ দান করে ॥ মীর মহল্লা ঐ প্রসাদ নিজে খায় এবং তাহার দশ বর্ষিয় পৌত্রকে খাইতে দেয় ॥ পর দিন তাহার পৌত্রকে শয্যাতে মৃত অবস্থায় দেখা গেল এবং কিয়ৎ কাল সে নিজেও কালপরে গ্রাসে পতিত হইল ॥ পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে, ঐ প্রশাদের মধ্যে বিষ ছিল ॥

—ডাঃ নর্ম্মান বক্তৃতার মধ্যে এক স্থলে বলিয়াছিলেন, যে বহুকাল হইতে হিন্দু দিগের মধ্যে সুসভ্য এবং অত্যন্ত বিদ্বান লোক ছিলেন ॥ ইহাদের মধ্যে পুরাতন কাল হইতে সাহিত্য পদ্য এবং ধর্ম্ম সঙ্গীত প্রচলিত ছিল ॥

—এই রূপ একটী জনরব উঠিয়াছে যে গবর্নর জেনারেল এদেশীয় এক জন কে এগজিকিউটীব কৌন্সিলের মেম্বার করিবেন ॥ সর দিনকররাও এবং হণারেবল দ্বারকা নাথ মিত্র এই দুই জনের উপর পাশন্দ হইয়াছে ॥

—যাহারা সিবিল সর্ব্বিশ পরীক্ষা দিবেন, তাহাদের বয়স সম্বন্ধীয় নিয়ম বোম্বে বরর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়া দিয়াছেন ॥ তাহাদের বয়স প্রমাণের জন্য স্ব স্ব স্থানীয় মাজিস্ট্রেটের নিকট দলীল সংক্রান্ত এবং মৌখিক প্রমাণ দিতে হইবেক ॥ মাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেনটের চিফ সেক্রেটারি তাহাদিকে পাশ সার্টিফিকেট দিবেন ॥

—গত মঙ্গলবারে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট কারারুদ্ধ আমীর খাঁকে বলিলেন তোমার স্বাধীনতা দেওয়া গেল ॥ আমীর ঐ কথা শুনিয়া যে মাত্র ফাটকের দরজা ছাড়াইয়া গিয়াছেন, অমনি এক জন শান্তি রক্ষক এক ওয়ারেনট সহ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল ॥ ওয়ারেনটে লিখিত যে তাহার বিচার পাঠানায় হইবেক ॥ তাহাকে লইয়া এরূপ নিদ্দয় ভাবে আমোদ করার উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতে পারি না ॥

—এদেশীয়রা ইংলণ্ডে ভিন্ন২ পরীক্ষায় উচ্চ পদ পাইয়াছেন ॥ বাবু গোপাল চন্দ্র রায়, যিনি এক্ষণে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, রোয়াল কালেজ অব সারজেন্স ফেলো পদ পাইয়াছেন ॥ যে সকল ভারতবর্ষিয় সিবিলিয়ান ১৮৬৯ সালে পাশ হয়েন, তাহাদের তৃতীয় পরীক্ষায় বাবু রোমেশ চন্দ্র দত্ত প্রথম হয়েন ॥ এবং ১৮৭০ সালে যে সকল পাশ হয়েন তাহাদের অপর পরীক্ষাতে আনন্দ রাম বড়ুয়া একাদশ হয়েন ॥

—মংপ্লে নামক একজন ডাকাইত খুথাভায়া ও তন্নিকট বর্ত্তি প্রদেশ সমুহে অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে ॥ গত তিন বৎসরের মধ্যে সে তিন জন শান্তিরক্ষক ও কতিপয় গ্রাম্য জনকে নষ্ট করিয়াছে ॥ মৌল মিন আডভাইসর বলেন "স্কট সাহেব সম্বাদ পাইলেন যে এক সপ্তাহ হইল মংপ্লেকে মিলন্সের নিকট দেখা গিয়াছে ॥ তিনি তদ্দণ্ডে পুলিশ কর্ম্মচারী গণকে নিকট বর্ত্তি জঙ্গলে স্বতর্ক ভাবে চৌকি রাখিতে বলিলেন ॥ ইয়াহী রক্ষক কনেষ্টেবল গণ লোক জন সহ মংপ্লের অনুসন্ধানার্থ জঙ্গলের দিকে ধাবিত হইয়া ফাজিন্ নামক গ্রামে পৌছিল ॥ তথায় তাঁহারা মংপ্লেকে একজন সঙ্গিসহ ॥ একটি গৃহেতে দেখিল মংপ্লে পুলিশ কর্ম্মচারী দেখিয়া তাহাদের দিকে গুলি নিক্ষেপ করিল ॥ পুলিশ কর্ম্মচারীরা অমনি তদ্দণ্ডে গুলি করিতে আরম্ভ করিল ॥ মংপ্লে এক গুলি খাইয়া কাল কবলে পতিত হইলেন ॥

প্রেরিত।

শান্তিপুরের ইন্‌কম ট্যাকস।

মহাশয়।

এবার ইনকম ট্যাকসের যে প্রকার চড়া হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়মিত ট্যাকস দেওয়াই সকলের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর, তাহার উপর আবার অন্যায় হারে লোকের দণ্ড দিতে হইলে কত দুর অত্যাচারের বিষয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

এবার রাণাঘাট সবডিভিজানের ডেঃ কলেকটর শ্রীযুত বাবু রাম শঙ্কর সেন মহোদয় শান্তিপুরের ইনকম ট্যাকসের পড়তার ও আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথমে এখানে জমিদার, ধনাঢ্য ও ভদ্র লোকের ট্যাকস ধার্য্য করেন, তাহাতে এ সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তি গণের প্রতি পড়্‌তা সম্বন্ধে অন্যায় না হইয়া বরং কাহার২ প্রতি দয়ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে এ সকল লোক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই আছেন। তৎপরে সামান্য আয়ের লোকের প্রতি ট্যাকস ধার্য্যের যে প্রনালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অনিষ্ট হইয়াছে!

রাম শঙ্কর বাবু স্বয়ং তদন্ত না করিয়া তাঁহার কাছারির মোক্তার দিগকে ট্যাকস হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি গণের নাম দিতে অনুমতি করেন। তাহাতে কয়েক জন উপযুক্ত মোক্তার কতক গুলি লোকের নামের ফর্দ্দ, এদিকে হাকিমের নিকট দিয়া অমনি ধুলা পায় তলে সেই সকল লোকের নিকট যাইয়া এরূপ জানাইয়াছে যে তাহাদিগকে ও আমলা পেয়াদাকে কিঞ্চিৎ২ পূজা দিলেই ট্যাকসের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এরূপে গরিব দুঃখী মূর্খ লোকের আকারণ অনেক অর্থ নাশ হইয়াছে! এরূপ পূজা দিয়া কেহ২ অন্যায় রূপে অব্যাহতি পাইয়াছে, এবং যে হতভাগা পূজা দিতে অস্বীকার হইয়াছে, সে অন্যায় রূপে দায়ীও হইয়াছে। এ সমস্ত বিষয় তৎকালে মকর্দ্দামাভাবে না হউক কিন্তু হুজুরের কর্ণ গোচর হওয়াতে ও তাহার কোন শাসন হয় নাই।

ইনকম ট্যাকস ধার্য্যের যে কয়েক প্রকার দোষ হইতে পারে রাম শঙ্কর বাবুর কুপ্রণালী অবলম্বন হেতু সে সকলেই ঘটিয়াছে।

(১) আয় অপেক্ষা ন্যুন ট্যাকস ধার্য্য।

(২) আয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ট্যাকস ধার্য্য।

(৩) কতক গুলি লোক যাহারা ট্যাকস দিবার যোগ্য তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে।

(৪) এবং কতক গুলি যাহারা ট্যাকস দিবার অযোগ্য তাহাদের প্রতি ট্যাকস ধার্য্য হইয়াছে।

যদি রাম শঙ্কর বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বয়ং সমুদায় বিষয় রীতি মত তদন্ত করিতেন, তাহা হইলে এ প্রকার হওয়ার সম্ভব ছিল না। গত বৎসর বাবু পরেশ নাথ শুক্ল এসেসার অতিশয় শ্রম সহকারে দ্বারে২ ভ্রমণ করিয়া স্বয়ং সমুদায় অবস্থা তদন্ত পূর্ব্বক যে রূপ ট্যাকস ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে কাহারো অসন্তোষের কারণ হয় নাই,

এবং তাঁহারা আমলা মোক্তার পদাতিকেরা পুজা গ্রহনের সুবিধাও পায় নাই।

সম্পাদক মহাশয় আইন মতে ট্যাক্স ধার্য্য কারকের প্রতি আপীলের ভার, এ নিমিত্ত সাধারণ লোকেরা অবধারিত ট্যাকস অন্যায় হইলেও আপীল করে নাই, যাহারা আপীল করিয়াছে তাহাদের কষ্ট ও বিচারের বিলম্ব হেতু কার্য্য ক্ষতি দেখিয়া অনেকে আপীল করিতে ক্ষান্ত রহিয়াছে।

রাম শঙ্কর বাবুর সুক্ষ্ম বিচারে ৪৯৭০ টাকা আয়ের ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে অথচ তিন শত টাকার অনধিক আয়ের ব্যক্তিকেও ট্যাকস দিতে হইয়াছে। সকল এসেসার কেবল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ট্যাকস ধার্য্য করিয়া থাকেন। রাম শঙ্কর বাবু শুধু তদ্দৃষ্টে ক্ষান্ত হন না আবার শরীরও দেখিয়া থাকেন, হৃষ্ট পুষ্ট দেখিলেই ট্যা—ন পাড়েন। অলমতি বিস্তরেন॥

১২৭৭॥ ২১ শে পৌষ

শ্রীখেলারাম ন্যায় বাগীশ॥

মাঘ সংক্রান্তি হইতে ২রা ফাল্গুন পর্য্যন্ত।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ৩০সে মাঘ হইতে ২রা ফাল্গুন পর্য্যন্ত সমারোহের সহিত হিন্দুমেলা হইবেক। মেলার তিন দিবসেই শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে, এবং অপরাপর দ্রব্যাদির বাজার বসিবে। তদ্ভিন্ন যে যে দিবস যে যে সময়ে আর যে যে উপকার জনক ও আমোদ জনক ব্যাপার করা হইবে তাহা পৃথক এক এক খণ্ড কাগজে ছাপাইয়া মেলার সময় প্রচারিত হইবে।

নুতন গ্রন্থ।

যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় কোন প্রকার উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ মেলার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে ন্যাসানেল প্রেসে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে যদি তৎ সমুদায় মেলার অধ্যক্ষ সভার বিবেচনায় নুতন ভাবাত্মক ও দেশের যথার্থ হিত জনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মেলার সময় বিশেষ সম্মানসূচক চিহ্ন ও সাধ্য মতে অন্য প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা উক্ত প্রকারের কোন গ্রন্থ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পাণ্ডুলিপি যদি উক্ত সভার মনঃপুত হয় তবে তাঁহাদিগকে মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাধ্যমতে অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

উত্তম শিল্প।

যাহারা কোন প্রকার উত্তম শিল্প কর্ম্ম মেলায় প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিদান পক্ষে মেলার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার নিকট উক্ত দ্রব্যাদি স্বয়ং, বা বিশ্বাসী লোক দ্বারা বা ডাক যোগে পাঠাইয়া দিয়া রসিদ লইবেন। যদি উক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে টিকেট লাগাইয়া তাহাতে উপযুক্ত মূল্য লিখিয়া দিবেন। যাহার সমুদায় দ্রব্য মেলার স্থানে বিক্রীত না হইবে, তিনি ইচ্ছা করিলে, মেলার মাসিক সভায় ক্রমে তাহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে। প্রদর্শন কালে যাহার দ্রব্য উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তিনি মেলার অধ্যক্ষ দিগের বিবেচনানুসারে পুরস্কার পাইবেন।

লৌহ, পিত্তল, কাংস্য ও টিনের দ্রব্য; কাঠরার জিনিষ; মাটির দ্রব্য; ডাকের সাজ; সুতা, কাপড়, শতরঞ্চ ও গালিচা, কম্বল, ধোশা, ও তুলিচা; কাচের দ্রব্য; বাঁশের জিনিষ পাটী; নলের জিনিষ, রেশমসুতা, তশর, গরদ ও চেউলি, হাড়ের জিনিষ, মাদুর, ও ভালরকম কোন কল, ইত্যাদি, মেলায় লইয়া গেলে প্রদর্শিত হইবার পর অধিক বিক্রীত হইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকদিগের নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদি ঐ নিয়মে গৃহীত ও প্রদর্শিত হইবে এবং উত্তম হইলে তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।

শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, শোভাবাজার; বাবু প্রিয় নাথ ঘোষ, শিমলা, বাবু দীননাথ বসু, বাগবাজার ও বাবু নবগোপাল মিত্র শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য গ্রহণ করিবেন।

কৃষি দ্রব্য।

যাহারা কৃষিজাত দ্রব্যাদি মেলায় প্রদর্শন করিবার জন্য আনিবেন, তাঁহাদিগকে আদরের সহিত গ্রহণ করা যাইবে।

তাঁহারা নিদান পক্ষে মেলার তিন দিবস পূর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দিগের নিকট জানাইয়া আপন আপন প্রদর্শনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হইবে। উত্তম কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

ধান, চাউল, কলাই, যব, গম, আলু, শাকসবজি, ফুল ফল প্রভৃতি বাগানের জিনিষ--ঘৃত, মাখম, গুড়, চিনি, মিশ্রী, মধু, মেলায় লইয়া গেলে প্রদর্শিত হইবার পর অধিক বিক্রীত হইতে পারিবে।

বাজার।

মহাজন ও দোকানদারগণ জিনিষ পত্রাদি লইয়া গিয়া মেলার স্থানে বিক্রয় করিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। মেলার অধ্যক্ষ কমিটী সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য হেবাজাত রাখিয়া দিবেন। যে স্থানে তাহাদের দ্রব্যাদি বিক্রীত হইবে তাহার ভাড়া দিতে হইবে না। দেশী উত্তম ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, পায়রা, ময়ূর, এবং অন্যান্য পক্ষী আনিলেও বিক্রী হইবে। উত্তম উত্তম জীব জন্তুর জন্য পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

দোকানদার।

(খাদ্য দ্রব্য, খেলেনা, এবং কারিকরি দ্রব্যই অধিকাংশ বিক্রীত হইবে।

গীত বাদ্য।

প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদ্যকরগণ মেলায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব গুণের পরিচয় প্রদান করিলে মেলায় অধ্যক্ষ কমিটীর বিবেচনানুসারে তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান সূচক চিহ্ন প্রদত্ত হইবে।

খেলা।

কুস্তিগির, লাঠি বা তলবার প্রভৃতি অস্ত্র খেলয়ার ও বাজিকরগণ মেলা স্থানে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিলে সাধারণের নিকট হইতে প্রসংশা ও মেলার অধ্যক্ষ কমিটীর নিকট হইতে পুরস্কার পাইবেন। তাহারা খেলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মেলার আফিসে যাইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারী দিগের নিকট আপন আপন নাম ও ধাম জানাইবেন।

নিলাম।

মেলার সময় যে সমুদায় দ্রব্য অবিক্রীত থাকিবে, তৎ সমুদায় মালিক দিগের অভিপ্রায়ানুসারে ১লা রবিবার বৈকালে ও ২রা সোমবার সমস্ত দিবস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে। উক্ত নিলামের সময় যদি মেলার প্রদর্শক ও দোকানদার ভিন্ন, অন্য কেহ কোন দ্রব্য লইয়া বিক্রয় করিতে দেন, তবে তাহাও গ্রহন করিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে।

হিন্দুজাতীয় এই সাধারণ হিতকর কর্ম্মে আমরা সমুদায় হিন্দু মহোদয়কেই সম্মান পুরঃসর আহ্বান করিতেছি তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মেলার স্থানে সমবেত হইয়া ইহা হইতে আকাঙ্খিত ফল লাভে যত্নবান হইবেন।

উপস্থিত দর্শক, প্রদর্শক, ক্রেতা ও বিক্রেতা দিগের মধ্যে যদি কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মেলার সাহায্যার্থ কিছু দান করিতে চাহেন তবে তাহা আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

অধ্যক্ষদিগের অনুমতি অনুসারে

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর
শ্রীদেবেন্দ্র মল্লিক
সম্পাদক।

ন্যাসানাল যন্ত্র
নং ১০ করণওয়ালিস
ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীনবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

মেলার পরে পুস্তকাদি পাঠাইলে, আগামী মেলা, অর্থাৎ ১৭৯২ শকের মেলায় তাহার বিষয় বিবেচিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

মনোরমা নামক এক খানি অভিনব বাঙ্গালা নাটক বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে॥ উক্ত নাটকে বঙ্গ দেশে সুরাপান দ্বারা যে মহানিষ্ট হইতেছে তাহা বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে॥ শ্রীযুক্ত বাবু মদন মোহন মিত্র ইহার প্রণেতা॥ গ্রহণকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন॥ ইহার মূল্য ১ এক টাকা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৸০ আনা নির্দ্ধারিত হইল॥

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রালয় মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং } শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাল্মীকি রামায়ণ প্রকাশক।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDURE.

BEING ACT XXV OF 1861

AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

With upwards of 350 Rulings and Circulars of the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a remittance to Babu Peary Churn Sircar.

No. 77, Mooktaram Babu's Street.

" Bunko Bihari Mitra,

No. 82, Sitaram Ghose's Street.

or Manager Sanscrit Press Depositary'

No. 24 Sukea's Street.

CALCUTTA.

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন যে রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও নেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসায় আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার
ষ্টেশন কোতয়ালি. যশোহর
সামারক ব্যাটি

ভূগোল বিদ্যাসার।

মৎ প্রণীত "ভূগোল বিদ্যাসার" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে॥ ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ এবং পুরাতন পৃথিবীস্থ ভাবদেশ ও নগরাদির প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে॥ ইহাদ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে॥

মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

ভবানীপুর জগু বাবুর বাজার সুলতান মিস্ত্রীর বাটিক ৭ই জানুয়ারি ১৮৭০॥ } শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

কর্ম্মখালি।

বাগেরহাট স্কুলের দ্বীতীয় শিক্ষকের পদ খালি আছে বেতন ২৫

পানিঘাটি স্কুলে প্রধান পণ্ডীতের পদ খালি আছে, বেতন ১৬

শ্রীকালী প্রসন্ন সরকার
সেক্রেটরী মোং বাগেরহাট

নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির স্বত্ব বিক্রীত হই তারা ঐ গুলির সমুদায়, কি অন্যতম ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাকে কিম্বা অমৃত বাজার আফিসে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন

১—চরিতময়। (প্রথম ভাগ)

২—সুদর্শনা।

৩—বেণী সংহার।

—ইহাতে উপস্থিত কবিবাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নদীয়ার ধর্ম্ম সংস্কারক মহা প্রভু চৈতন্য দেবের পতি রাম দুলাল দে, এবং শম্ভূনাথ পণ্ডিত এই চারি মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত আছে ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক॥ ছাপিলে ১২ পেজি ফরমার প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা হইবে॥

২—এখানি বাঙ্গালা কাব্য অধুনাতন কোন একটী প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত॥ ৩০০ শত পৃষ্ঠার অধিক॥

৩—এখানি, সংস্কৃত বেণী সংহারের অধিক নাটকাকারে অনুবাদ; শত পৃষ্ঠার অধিক॥

রানাঘাট ৩০ পৌষ ১২৭৭ } শ্রীকালীময় ঘটক।

ঔষধ

আমার নিকট অব্যর্থ কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণী রোগের ঔষধ ১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৩ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহর পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আ হইয়াছে । আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য থ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা য বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস্ত করিতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি গুরুদাসের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ২০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রিতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ সালের ধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার   নেটিব ডাক্তার॥

এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি. এ. বি. এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি. এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এইপত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও তদধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত॥